ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

ক বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্ন

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজতিহাদ

৪৩. ইজতিহাদ (গবেষণামূলক চেষ্টা)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে ইজতিহাদের গুরুত্ব কেন অপরিহার্য? (هات التعريف اللغوي والشرعي للاجتهاد - ولماذا تعتبر أهمية الاجتهاد ضرورية لاستنباط الأحكام الشرعية؟)
৪৪. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে একজন মুজতাহিদের গুণাবলী সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هي الشروط اللازمة لتكون الشخص مجتهدا؟ وناقش بالتفصيل صفات المجتهد على ضوء كتاب البزدوي)
৪৫. ইজতিহাদের প্রকারভেদগুলো কী কী? “ইজতিহাদ ফিস-শরহ” এবং “ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ”-এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (ما هي أنواع الاجتهاد؟ واشرح الفرق بين "الاجتهاد في الشرع" و "الاجتهاد في التخريج")
৪৬. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে “ইনসাফ” (বিচারের ন্যায়পরায়ণতা) এবং “ইখলাস” (আন্তরিকতা)-এর ভূমিকা কী? ইজতিহাদ কখন ফরজ, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হয়? (ما هو دور "الإنصاف" و "الإخلاص" في الاجتهاد؟ ومتى يكون الاجتهاد فرضا أو واجبا أو مستحبا؟)
৪৭. মুজতাহিদের রায় (হুকুম) কি ভুল হতে পারে? “আল-মুসাওয়িবা” এবং “আল-মুখাত্তিআহ” মতবাদ দুটি আল-বাজদাবী কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন? (هل يمكن أن يخطئ رأي المجتهد؟ وكيف حلل البزدوي مذهبي "المصوبة" و "المخطئة"؟)
৪৮. ইজতিহাদ এবং তাকলীদ (অনুসরণ)-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? কখন একজন ব্যক্তি ইজতিহাদ থেকে তাকলীদে স্থানান্তরিত হয়? (كيف هي العلاقة بين الاجتهاد والتقليد؟ ومتى ينتقل الشخص من الاجتهاد إلى التقليد؟)

৪৯. মুজতাহিদের ইলম অর্জনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কোন কোন দিক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরি, আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে বর্ণনা কর। (ما هي جوانب القرآن والسنة التي يجب على المجتهد أن يكون ملما بها لاكتساب العلم بين على ضوء كتاب البزدوي؟)
৫০. উসূলুল ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা কী? উসূলীগণ কীভাবে ইজতিহাদের নীতিগুলোকে সুসংগঠিত করেছেন? (ما هو دور الاجتهاد في أصول الفقه؟ وكيف قام الأصوليون بتنظيم مبادئ الاجتهاد؟)

৪৩. ইজতিহাদ (গবেষণামূলক চেষ্টা)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে ইজতিহাদের গুরুত্ব কেন অপরিহার্য?

(هات التعريف اللغوي والشرعي للاجتهاد - ولماذا تعتبر أهمية الاجتهاد ضرورية لاستنباط الأحكام الشرعية؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের স্থায়িত্ব, ব্যাপকতা এবং গতিশীলতার মূল চাবিকাঠি হলো 'ইজতিহাদ'। শরীয়তের উৎসসমূহ (কুরআন ও সুন্নাহ) সীমিত, কিন্তু মানবজীবনের সমস্যা অসীম। এই অসীম সমস্যার সমাধান সীমিত উৎসের আলোকে বের করার প্রক্রিয়াই হলো ইজতিহাদ। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইজতিহাদকে শরীয়তের বিধান জানার এক অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইজতিহাদের সংজ্ঞা (تعريف الاجتهاد):

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

'ইজতিহাদ' শব্দটি আরবি 'জাহদ' (جَهْدٌ) বা 'জুহদ' (جُهْدٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো:

- কোনো কঠিন কাজ বাস্তবায়নে সর্বশক্তি ব্যয় করা (بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ)।
- কষ্টসাধ্য চেষ্টা করা।

সহজ কাজ করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ শব্দ ব্যবহার হয় না। যেমন—'সরিষা দানা তোলার জন্য ইজতিহাদ করেছে' বলা হয় না; বরং 'ভারী পাথর তোলার জন্য ইজতিহাদ করেছে' বলা হয়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূলবিদগণের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয়:

"بَذْلُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ فِي تَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ"

(অর্থ: শরীয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে প্রবল ধারণা (যন্ন) অর্জনের জন্য একজন ফকীহ বা মুজতাহিদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা।)

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে: ইজতিহাদ হলো দলিলের ভিত্তিতে অজানা হুকুম বের করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে ইজতিহাদের গুরুত্ব (أهمية الاجتهاد):

১. নসের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার ব্যাপকতা:

কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (সা.)-এর হাদিস সংখ্যায় সীমিত (মাহদুদ)। কিন্তু মানুষের জীবন ও সমস্যা অসীম (গাইরে মাহদুদ)। সীমিত নস দিয়ে অসীম সমস্যার সমাধান কেবল ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব।

২. শরীয়তের সজীবতা রক্ষা:

ইজতিহাদ না থাকলে ইসলাম কেবল ১৪০০ বছর আগের নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। ইজতিহাদ ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য উপযোগী (Time-boundless) রাখে।

৩. অজানা বিধান জানা:

কুরআন-সুন্নাহয় সব কথার হুকুম সরাসরি (সরীহভাবে) বলা নেই। অনেক হুকুম অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতবহ। ইজতিহাদ সেই অস্পষ্টতা দূর করে স্পষ্ট বিধান উম্মতের সামনে তুলে ধরে।

৪. মুজতাহিদের সওয়াব:

হাদিসে এসেছে, মুজতাহিদ সঠিক ইজতিহাদ করলে দ্বিগুণ সওয়াব পান, আর ভুল করলেও একগুণ সওয়াব পান। এটি ইজতিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে।

উপসংহার:

ইজতিহাদ হলো ইসলামের আইনি ব্যবস্থার ইঞ্জিন। এটি বন্ধ হয়ে গেলে মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনি বিকাশ স্থবির হয়ে পড়বে। তাই বিধান উদ্ভাবনে এর কোনো বিকল্প নেই।

---

৪৪. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে একজন মুজতাহিদের গুণাবলী সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هي الشروط اللازمة لتكون الشخص مجتهدا؟ وناقش بالتفصيل صفات المجتهد على ضوء كتاب البزدوي)

ভূমিকা:

ইজতিহাদ একটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। যে কেউ চাইলেই ইজতিহাদ করতে পারে না। এর জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও ইলমী গভীরতা প্রয়োজন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) মুজতাহিদ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একজন সাধারণ আলেমকে 'মুজতাহিদ'-এর স্তরে উন্নীত করে।

মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলি ও গুণাবলী (شروط وصفات المجتهد):

১. কিতাবুল্লাহ (কুরআন)-এর জ্ঞান:

একজন মুজতাহিদকে পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে যা আহকাম বা বিধানের সাথে সম্পর্কিত (আয়াতুল আহকাম)।

- তাকে জানতে হবে কোন আয়াত 'আম' (সাধারণ), কোনটি 'খাস' (বিশেষ)।
- নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) আয়াতের জ্ঞান থাকতে হবে।
- শানে নুযূল বা আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে।

২. সুন্নাহ (হাদিস)-এর জ্ঞান:

কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। মুজতাহিদকে আহকাম সম্পর্কিত হাদিসগুলো জানতে হবে।

- হাদিসের সনদের মান (সহীহ, হাসান, যয়ীফ) যাচাই করার যোগ্যতা থাকতে হবে।
- মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদ-এর পার্থক্য বুঝতে হবে।

৩. ইজমার জ্ঞান:

পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ কোন কোন বিষয়ে একমত (ইজমা) হয়েছেন এবং কোন বিষয়গুলোতে মতভেদ (ইখতিলাফ) করেছেন, তা জানতে হবে। যাতে ইজমা বিরোধী কোনো নতুন মত তিনি না দিয়ে বসেন।

৪. কিয়াসের পদ্ধতি জানা:

সঠিক কিয়াস করার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইল্লত (কারণ) বের করার পদ্ধতি এবং এক মাসআলার সাথে অন্য মাসআলার তুলনা করার দক্ষতা থাকতে হবে।

৫. আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য:

কুরআন ও হাদিস আরবি ভাষায়। তাই আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত) এবং শব্দের প্রয়োগরীতি সম্পর্কে পূর্ণ দখল থাকতে হবে। কারণ, আরবির সামান্য হেরফেরে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

৬. উসূলুল ফিকহের জ্ঞান:

আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুজতাহিদকে জানতে হবে কীভাবে দলিল থেকে বিধান বের করতে হয়। উসূল না জানলে শুধু কুরআন-হাদিস মুখস্থ করে কেউ মুজতাহিদ হতে পারে না।

৭. তাকওয়া ও নিয়ত:

মুজতাহিদকে অবশ্যই পরহেজগার, ন্যায়পরায়ণ এবং বিদ'আতমুক্ত হতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়াবী স্বার্থ নয়।

আল-বাজদাবীর বিশেষ সতর্কতা:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, শুধু কিতাব মুখস্থ থাকলেই চলবে না, বরং 'ফিকহুন নাফস' (অন্তর্দৃষ্টি বা প্রখর মেধা) থাকতে হবে। যার বুঝশক্তি কম, সে হাজার হাদিস জানলেও মুজতাহিদ হতে পারবে না।

উপসংহার:

এই শর্তগুলো পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন। একারণেই বর্তমানে 'মুজতাহিদ মুতলাক' (স্বাধীন মুজতাহিদ) পাওয়া বিরল। তবে নির্দিষ্ট মাযহাবের অধীনে 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' হওয়া সম্ভব।

---

৪৫. ইজতিহাদের প্রকারভেদগুলো কী কী? "ইজতিহাদ ফিস-শরহ" এবং "ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ"-এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

(ما هي أنواع الاجتهاد؟ واشرح الفرق بين "الاجتهاد في الشرع" و "الاجتهاد في التخريج")

ভূমিকা:

মুজতাহিদগণের যোগ্যতা ও কর্মপরিধির ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এবং পরবর্তী হানাফি উসূলবিদগণ ইজতিহাদকে প্রধানত দুই স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। একটি হলো শরীয়তের মূলনীতি তৈরি করা, আর অন্যটি হলো সেই নীতির আলোকে মাসআলা বের করা।

ইজতিহাদের প্রকারভেদ (أنواع الاجتهاد):

হানাফি মাযহাব মতে ইজতিহাদ প্রধানত দুই প্রকার:

১. ইজতিহাদ ফিস-শর' বা ইজতিহাদ মুতলাক (الاجتهاد في الشرع / المطلق)।

২. ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ বা ইজতিহাদ ফিল মাযহাব (الاجتهاد في التخريج / في المذهب)।

১. ইজতিহাদ ফিস-শর' (শরীয়তের মূল ইজতিহাদ):

যিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উসূল বা মূলনীতি তৈরি করেন এবং কারো অনুসরণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বিধান বের করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ (রহ.)। তাঁরা কোনো ইমামের তাকলীদ করেন না, বরং নিজেরাই উসূলের স্রষ্টা।

২. ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ (মাসআলা বের করার ইজতিহাদ):

যিনি নিজের ইমামের তৈরি করা উসূল বা মূলনীতি মেনে চলেন, কিন্তু যেসব মাসআলায় ইমামের কোনো স্পষ্ট ফতোয়া নেই, সেখানে ইমামের উসূল প্রয়োগ করে নতুন মাসআলা (ফুরু) বের করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এবং পরবর্তী যুগের বড় বড় ফকীহগণ।

পার্থক্য: ইজতিহাদ ফিস-শর' বনাম ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ

পার্থক্যের বিষয়	ইজতিহাদ ফিস-শর' (في الشرع)	ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ (في التخريج)
স্বাধীনতা	পূর্ণ স্বাধীন। কারো উসূল মানতে বাধ্য নন।	পরাধীন। ইমামের উসূলের গণ্ডির ভেতরে থাকতে হয়।
কাজ	উসূল (মূলনীতি) এবং ফুরু (শাখা) উভয়টি তৈরি করা।	শুধু ফুরু (শাখা মাসআলা) বের করা, উসূল তৈরি করা নয়।
উৎস	সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।	ইমামের উসূল এবং কুরআন-সুন্নাহর সমন্বয়।
মর্যাদা	সর্বোচ্চ স্তর (মুজতাহিদ মুতলাক)।	দ্বিতীয় স্তর (মুজতাহিদ ফিল মাযহাব)।
মতভেদ	অন্য মাযহাবের ইমামের সাথে মতভেদ করেন।	নিজ ইমামের সাথে ফুরুতে মতভেদ করতে পারেন, কিন্তু উসূলে নয়।

আল-বাজদাবীর বিশ্লেষণ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, তাখরীজকারী মুজতাহিদ যদিও ইমামের অনুসারী, কিন্তু ইলমের গভীরতায় তাঁরাও অনেক উঁচুতে। তাঁরা ইমামের কথাকে দলিল দিয়েই প্রমাণ করেন।

উপসংহার:

বর্তমানে ইজতিহাদ ফিস-শর'-এর দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে গেলেও, ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজের প্রয়োজন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ইমামের উসূলের আলোকেই বের করতে হবে।

---

৪৬. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে "ইনসাফ" (বিচারের ন্যায়পরায়ণতা) এবং "ইখলাস" (আন্তরিকতা)-এর ভূমিকা কী? ইজতিহাদ কখন ফরজ, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হয়?

(ما هو دور "الإنصاف" و "الإخلاص" في الاجتهاد؟ ومتى يكون الاجتهاد فرضا أو واجبا أو مستحبا؟)

ভূমিকা:

ইজতিহাদ কেবল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কসরত নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। তাই এর জন্য বাহ্যিক ইলমের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক গুণাবলীও জরুরি। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) মুজতাহিদের জন্য 'ইনসাফ' ও 'ইখলাস'-কে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইনসাফ ও ইখলাসের ভূমিকা (دور الإنصاف والإخلاص):

১. ইখলাস (আন্তরিকতা):

মুজতাহিদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে হকের অন্বেষণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। যদি নাম-যশ, পদমর্যাদা বা মাযহাবী গোঁড়ামির জন্য ইজতিহাদ করা হয়, তবে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং বরকতশূন্য হবে।

- **আল-বাজদাবী বলেন:** "ইজতিহাদ হলো আল্লাহর দ্বীনের খেদমত। ইখলাস ছাড়া খেদমত কবুল হয় না।"

২. ইনসাফ (ন্যায়পরায়ণতা):

মুজতাহিদকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। দলিলের বিচারে প্রতিপক্ষের মত যদি শক্তিশালী হয়, তবে তা মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। নিজের মতের

ওপর জেদ ধরা ইনসাফ পরিপন্থী। ইনসাফ ইজতিহাদকে ভুলের হাত থেকে রক্ষা করে।

ইজতিহাদের বিধান (حكم الاجتهاد):

পরিস্থিতিভেদে ইজতিহাদ করা মুজতাহিদের ওপর বিভিন্ন হুকুম রাখে:

১. ফরযে আইন (فرض عين):

যখন এমন কোনো নতুন সমস্যা দেখা দেয় যা মুজতাহিদের নিজের জীবনে ঘটেছে এবং এর সমাধান জানা জরুরি, তখন নিজের জন্য ইজতিহাদ করা ফরযে আইন। অথবা, যদি তিনি ছাড়া ওই এলাকায় আর কোনো মুজতাহিদ না থাকেন এবং কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করে, তখনও ইজতিহাদ করা ফরযে আইন।

২. ফরযে কিফায়া (فرض كفاية):

যদি সমস্যাটি জরুরি হয় কিন্তু এলাকায় আরও মুজতাহিদ থাকেন, তবে ইজতিহাদ করা ফরযে কিফায়া। কেউ একজন সমাধান দিলেই সবার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সবাই চুপ থাকলে সবাই গুনাহগার হবে।

৩. মুস্তাহাব (مستحب):

যদি কোনো সমস্যা এখনও ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটতে পারে—এমন বিষয়ে আগাম গবেষণা করা বা ইজতিহাদ করা মুস্তাহাব বা উত্তম।

৪. হারাম (حرام):

যেসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত (যেমন—নামাজ ৫ ওয়াক্ত, সুদ হারাম), সেসব বিষয়ে নতুন করে ইজতিহাদ করা বা পরিবর্তন করতে চাওয়া হারাম।

উপসংহার:

ইজতিহাদ একটি পবিত্র আমানত। ইনসাফ ও ইখলাস এই আমানত রক্ষার ঢাল। আর সময়ের প্রয়োজনে ইজতিহাদ করা মুজতাহিদের ওপর শরয়ী দায়িত্ব।

৪৭. মুজতাহিদের রায় (হুকুম) কি ভুল হতে পারে? "আল-মুসাওয়িবা" এবং "আল-মুখাত্তিআহ" মতবাদ দুটি আল-বাজদাবী কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন?

(هل يمكن أن يخطئ رأي المجتهد؟ وكيف حلل البزدوي مذهبي "المصوبة" و "المخطئة"؟)

ভূমিকা:

ইজতিহাদী বিষয়ে একাধিক মুজতাহিদের মত ভিন্ন হতে পারে। প্রশ্ন হলো— সবাই কি সঠিক, নাকি একজন সঠিক এবং বাকিরা ভুল? এই প্রশ্নে উসূলবিদদের মধ্যে দুটি বিখ্যাত দল বা মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে: 'মুসাওয়িবা' এবং 'মুখাত্তিআহ'।

মুজতাহিদের রায় কি ভুল হতে পারে?

হ্যাঁ, মুজতাহিদের রায় ভুল হতে পারে। কারণ তিনি মানুষ এবং গায়েব জানেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন:

" إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"

(বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক হলে দুই সওয়াব, আর ভুল করলে এক সওয়াব।)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদে 'ভুল' (খাতা) হতে পারে।

আল-মুসাওয়িবা ও আল-মুখাত্তিআহ মতবাদ বিশ্লেষণ:

১. আল-মুসাওয়িবা (المصوبة):

- **পরিচয়:** এরা মূলত মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং কিছু ফকীহ।
- **মতবাদ:** তাদের মতে, "প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক" (কুল্লু মুজতাহিদিন মুসীব)। আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট কোনো হুকুম নেই। মুজতাহিদ যা সিদ্ধান্ত নেন, আল্লাহ সেটাকেই হুকুম হিসেবে মেনে নেন। তাই কেউ ভুল করেন না।
- **যুক্তি:** আল্লাহ মুজতাহিদকে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করতে বলেছেন, সঠিক ফলাফলে পৌঁছাতে বাধ্য করেননি।

২. আল-মুখাত্তিআহ (المخطئة):

- **পরিচয়:** চার মাযহাবের ইমামগণ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের জমহুর উলামায়ে কেরাম।
- **মতবাদ:** তাদের মতে, "সত্য একটিই, একাধিক নয়"। আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট একটি সমাধান আছে। যে মুজতাহিদ সেই সমাধানে পৌঁছাতে পারেন, তিনি 'মুসীব' (সঠিক)। আর যিনি পারেন না, তিনি 'মুখতী' (ভুলকারী)।
- **তবে:** যিনি ভুল করেছেন, তিনি গুনাহগার হবেন না, বরং চেষ্টার জন্য ১টি সওয়াব পাবেন।

ইমাম আল-বাজদাবীর বিশ্লেষণ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) 'আল-মুখাত্তিআহ' মতবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি 'মুসাওয়িবা'দের মত খণ্ডন করে বলেন:

- যদি সবাই সঠিক হতো, তবে বিপরীতমুখী দুটি মত (হালাল ও হারাম) একসাথে সত্য হতে পারে না। এটি অসম্ভব (ইজতিমাউন নাকীযাইন)।
- সাহাবীগণ একে অপরের মতকে ভুল ধরতেন এবং বিতর্ক করতেন। যদি সবাই সঠিক হতেন, তবে তারা বিতর্ক করতেন না।

উপসংহার:

হানাফি মাযহাব মতে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন। তবে তাঁর ভুল মাফযোগ্য এবং সওয়াবযোগ্য। আমরা বলি: "আমাদের মাযহাব সঠিক, তবে ভুলের সম্ভাবনা রাখে। আর অন্যের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"

---

৪৮. ইজতিহাদ এবং তাকলীদ (অনুসরণ)-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? কখন একজন ব্যক্তি ইজতিহাদ থেকে তাকলীদে স্থানান্তরিত হয়?
(كيف هي العلاقة بين الاجتهاد والتقليد؟ ومتى ينتقل الشخص من الاجتهاد إلى التقليد؟)

ভূমিকা:

ইজতিহাদ ও তাকলীদ হলো শরীয়ত পালনের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। একটি হলো গবেষণা করে মানা, আর অন্যটি হলো গবেষকের কথা বিশ্বাস করে মানা। এই দুটির সম্পর্ক হলো যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল।

ইজতিহাদ ও তাকলীদের সম্পর্ক (العلاقة بين الاجتهاد والتقليد):

১. বিপরীতমুখী অবস্থান: একজন ব্যক্তির জন্য একই বিষয়ে একই সাথে মুজতাহিদ এবং মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) হওয়া সম্ভব নয়। যিনি জানেন (মুজতাহিদ), তিনি গবেষণা করবেন। যিনি জানেন না (মুকাল্লিদ), তিনি অনুসরণ করবেন।

২. মুজতাহিদের জন্য তাকলীদ হারাম: যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা আছে, তার জন্য অন্যের তাকলীদ করা জায়েজ নেই। তাকে নিজের গবেষণার ওপর আমল করতে হবে, যদিও তা অন্যের চেয়ে দুর্বল মনে হয়।

৩. মুকাল্লিদের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব: যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই, তার জন্য মুজতাহিদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, "তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো।"

কখন ব্যক্তি ইজতিহাদ থেকে তাকলীদে স্থানান্তরিত হয়?

সাধারনত মুজতাহিদ তাকলীদ করেন না। তবে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদ ছেড়ে তাকলীদে যেতে পারেন বা যেতে বাধ্য হন:

১. দলিলের অস্পষ্টতা বা অপারগতা:

যদি কোনো বিষয়ে মুজতাহিদ অনেক চেষ্টার পরও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারেন বা দলিল খুঁজে না পান, তখন তিনি সমসাময়িক বা বড় কোনো মুজতাহিদের মতের ওপর আমল করতে পারেন।

২. বিচারকের ফয়সালা:

মুজতাহিদ যদি কোনো মামলায় পক্ষ হন এবং বিচারক (কাযী) তাঁর মতের বিরুদ্ধে রায় দেন, তবে সেই রায় মানা তাঁর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এখানে তাঁর ইজতিহাদ অকার্যকর।

৩. ইজমার মোকাবিলায়:

মুজতাহিদের নিজস্ব রায় যদি ইজমার বিরোধী হয়, তবে তাঁকে নিজের রায় ছেড়ে ইজমার তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হবে।

৪. যোগ্যতার অভাব (শর্তসাপেক্ষে):

যদি কোনো আলেম ইলমের কিছু শাখায় পারদর্শী হন (যেমন হাদিস), কিন্তু ফিকহ বা উসূলে দুর্বল হন, তবে তিনি ফিকহী মাসআলায় মুজতাহিদের তাকলীদ করবেন। একে বলা হয় "তাজায্যিউল ইজতিহাদ" (ইজতিহাদের বিভাজন)।

উপসংহার:

ইজতিহাদ ও তাকলীদ একে অপরের পরিপূরক। উম্মতের আলেমগণ ইজতিহাদ করবেন আর সাধারণ মানুষ তাকলীদ করবে—এভাবেই দ্বীনের শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

---

৪৯. মুজতাহিদের ইলম অর্জনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কোন কোন দিক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরি, আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে বর্ণনা কর।
(ما هي جوانب القرآن والسنة التي يجب على المجتهد أن يكون ملما بها لاكتساب العلم بين على ضوء كتاب البزدوي؟)

ভূমিকা:

মুজতাহিদের প্রধান হাতিয়ার হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তবে পুরো কুরআন বা লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়, বরং বিধান বা আহকাম সম্পর্কিত অংশগুলোর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

কুরআনের জ্ঞান (جوانب القرآن):

মুজতাহিদকে কুরআনের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে হবে:

- **আয়াতুল আহকাম:** কুরআনের ৬০০০+ আয়াতের মধ্যে প্রায় ৫০০ আয়াত আছে যাতে সরাসরি বিধি-বিধান (হালাল, হারাম, দণ্ডবিধি) আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
- **নাসিখ ও মানসুখ:** জানতে হবে কোন আয়াতটি আগের হুকুম বাতিল করেছে। যাতে বাতিল হুকুম দিয়ে ফতোয়া না দেন।
- **আম ও খাস:** শব্দের ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টতা বুঝতে হবে।
- **মুজমাল ও মুবাওয়ান:** অস্পষ্ট ও স্পষ্ট আয়াতের পার্থক্য বুঝতে হবে।
- **লুগাত বা ভাষা:** আরবির আভিধানিক অর্থ ও রূপক অর্থের প্রয়োগ জানতে হবে।

সুন্নাহর জ্ঞান (جوانب السنة):

সুন্নাহর ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জ্ঞান আরও ব্যাপক হতে হবে:

- **সুন্নাহে কওলী, ফে'লী ও তাকরীরী:** রাসূলের বাণী, কাজ ও সম্মতিসূচক হাদিসগুলো জানতে হবে।
- **সনদ ও মতন:** হাদিসের টেক্সট (মতন) এবং বর্ণনাকারীদের চেইন (সনদ) সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
- **রিজালশাস্ত্র (Asmaur Rijal):** রাবীদের জীবনী, তাদের সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
- **বিরোধপূর্ণ হাদিস:** বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় (Tatbiq) করার যোগ্যতা থাকতে হবে।
- **কুতুবে সিত্তাহ:** বিশেষ করে সিহাহ সিত্তাহ বা বিশুদ্ধ ছয়টি কিতাবের ওপর দখল থাকতে হবে।

আল-বাজদাবীর মন্তব্য:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, মুজতাহিদকে কেবল শব্দ জানলে হবে না, বরং শব্দের পেছনের উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদুশ শরীয়া' বুঝতে হবে। রাসূল (সা.) কোনো কথা কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, তা না জানলে সঠিক ইজতিহাদ সম্ভব নয়।

উপসংহার:

কুরআন ও সুন্নাহ হলো খনি। আর মুজতাহিদ হলেন সেই খনি থেকে রত্ন আহরণকারী। তাই খনির প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

---

৫০. উসূলুল ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা কী? উসূলীগণ কীভাবে ইজতিহাদের নীতিগুলোকে সুসংগঠিত করেছেন?

(ما هو دور الاجتهاد في أصول الفقه؟ وكيف قام الأصوليون بتنظيم مبادئ الاجتهاد؟)

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ এবং ইজতিহাদ একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। উসূলুল ফিকহ হলো নিয়মাবলী, আর ইজতিহাদ হলো সেই নিয়মের প্রয়োগ। উসূলীগণ ইজতিহাদকে একটি সুশৃঙ্খল বিজ্ঞান বা শাস্ত্রে রূপ দিয়েছেন।

উসূলুল ফিকহে ইজতিহাদের ভূমিকা (دور الاجتهاد في أصول الفقه):

১. বিধান উদ্ভাবন (Istinbat): উসূলের মূল কাজ হলো দলিল থেকে বিধান বের করা। আর এই 'বের করা'র কাজটিই হলো ইজতিহাদ। ইজতিহাদ ছাড়া উসূলুল ফিকহ একটি অকার্যকর তত্ত্বে পরিণত হবে।

২. নতুন সমস্যার সমাধান: উসূলের নিয়মগুলো প্রয়োগ করে মুজতাহিদ নতুন সমস্যার সমাধান দেন।

৩. কিয়াসের প্রয়োগ: উসূলুল ফিকহের অন্যতম দলিল 'কিয়াস'। আর কিয়াস হলো ইজতিহাদেরই একটি প্রকার।

৪. মাযহাবের উন্নয়ন: ইজতিহাদের মাধ্যমেই হানাফি, শাফেয়ী ইত্যাদি মাযহাবের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

উসূলীগণ কর্তৃক ইজতিহাদের নীতি সুসংগঠিতকরণ (تنظيم مبادئ الاجتهاد):

প্রাথমিক যুগে ইজতিহাদ ছিল একটি সহজাত প্রতিভা। কিন্তু উসূলীগণ (যেমন আল-বাজদাবী) একে নিয়মের ফ্রেমে বেঁধেছেন যাতে অযোগ্যরা এর দাবি করতে না পারে:

- **শর্ত আরোপ:** তাঁরা মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কঠোর শর্ত (যা ৪৪ নং প্রশ্নে আলোচিত হয়েছে) আরোপ করেছেন।
- **শ্রেণীবিন্যাস:** তাঁরা মুজতাহিদদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন (যেমন—মুজতাহিদ ফিস-শর', মুজতাহিদ ফিল মাসাইল)।
- **কিয়াসের নিয়ম:** কিয়াস করার রুকন ও শর্তাবলী নির্দিষ্ট করেছেন যাতে কেউ মনগড়া কিয়াস না করে।
- **তারজীহ বা প্রাধান্য:** দুটি দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে কীভাবে সমাধান হবে, তার বিস্তারিত নিয়ম (Rules of Preference) তৈরি করেছেন।
- **ভুলের মার্জনা:** ইজতিহাদে ভুল হলেও সওয়াব আছে—এই নীতি প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা গবেষকদের উৎসাহিত করেছেন।

উপসংহার:

উসূলীগণ ইজতিহাদকে বিশৃঙ্খলা (Anarchy) থেকে রক্ষা করে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে (Systematic Methodology) রূপান্তর করেছেন। 'উসূলুল বাজদাবী' কিতাবটি এই সুসংগঠিতকরণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।